MAR
তারিখ 13 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... 1 ... 5

দৈনিক ইনকিলাব
13 MAR 1987

094

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি জাতীয় রাজনীতিতে নতুন প্রভাব ফেলতে পারে

।। ইনকিলাব প্রতিবেদন ।।

একদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির এবং নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ ব্যতীত অপরাপর সকল ছাত্র সংগঠন যেমন ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তেমনি অন্যদিকে সরকারী প্রশাসন ছাত্রদের সম্পর্কে আরো কঠিন মনোভাব গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া এবং পরীক্ষাসমূহ অনিশ্চিত অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। পাশাপাশি নতুন ভর্তিচ্ছুদের নিয়ে অভিভাবকমহল চিন্তায় পড়েছেন। কেননা, গত কয়েকদিনে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভর্তিচ্ছুদের ফরম জমা দেয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, আগামী ১৯ মার্চ ভর্তি ফরম জমা দেয়ার শেষ তারিখ। এ তারিখ এখনো পরিবর্তন করা হয়নি।

ওদিকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ক্লাস হয়নি। আগামী ২/৪ দিনের মধ্যে ক্লাস বসবে বলেও মনে হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গতকালের পরীক্ষাগুলো বন্ধ রেখেছিলেন ঠিক। কিন্তু, আগামী কয়েকদিনের পরীক্ষা

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়নি। সে সঙ্গে সিণ্ডিকেটের গত সভায় কেবল ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহারের আহবান এবং চ্যান্সেলরের সাথে সাক্ষাতের সিদ্ধান্তই নেয়া হয়েছে।

গতকালের অবস্থা

গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা যৌথভাবে কর্মসূচী নিয়েছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের গৃহীত কর্মসূচী অনুযায়ী সরকার দাবী পূরণ না করলে হয়তো বা রোববার থেকে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে আকার ধারণ করতে পারে।

13 MAR 1987

গতকাল পৌনে ১২টার দিকে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ ও কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রী অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে সমবেত হন। এখানে কেবলমাত্র ছাত্র শিবির এবং ছাত্র সমাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল গ্রুপকেই দেখা গেছে। এই সমাবেশের একমাত্র বক্তা ছিলেন জনাব আখতারুজ্জামান। সমাবেশ থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার মধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদত্যাগ, বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহার এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানানো হয়। অন্যথায় আগামীকাল (শনিবার) থেকে ছাত্রদের নতুন কর্মসূচী শুরু হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এ কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে আগামীকাল (শনিবার) ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস বর্জন, কেন্দ্রীয় সমাবেশ ও নতুন কর্মসূচী ঘোষণা। পরেরদিন (রোববার) ছাত্ররা সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মঘট শুরু করবেন। এ সময় মিছিল এবং সমাবেশও অব্যাহত থাকবে। তবে, এই কর্মসূচীতে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। ১৫ মার্চ তারিখে ছাত্ররা ঢাকায় আরো কিছু কঠিন কর্মসূচী গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে।

প্রশাসনের মনোভাব

অন্যদিকে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ তথা প্রশাসনের মনোভাব পূর্বের তুলনায় গতকাল আরো কঠিন বলে লক্ষ্য করা গেছে। উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে পুলিশ বাহিনী প্রত্যাহারের কোন কারণ এখনো ঘটেনি।

একটি বিশ্বস্তসূত্র মতে, পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বর্তমান অবস্থায় ক্যাম্পাস থেকে পুলিশ প্রত্যাহারের ঘোর বিরোধী। এমনকি কেউ কেউ 'ছাত্ররা ভদ্রভাবে লেখাপড়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত ক্যাম্পাস এলাকায় প্রয়োজনে কেবল পুলিশ বাহিনী থাকবে' বলেও মন্তব্য করতে শোনা গেছে। এমন মন্তব্যকারীদের মতে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য মাত্র তিন ব্যক্তি দায়ী। তারা হচ্ছেন ভিসি, প্রো-ভিসি এবং শিক্ষক সমিতির সভাপতি যথাক্রমে প্রফেসর আবদুল মান্নান, প্রফেসর এমাজউদ্দিন এবং প্রফেসর কে, এম, সাদউদ্দিন। অন্য একটি সূত্র মতে, ক্যাম্পাসের এ অবস্থায় বাইরের কিছু কিছু রাজনৈতিক দল এবং জোট থেকেও নতুন সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে বা হচ্ছে বলে সরকারী মহল মনে করছেন। এমতাবস্থায় ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে অচলাবস্থাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি খুব সহসা স্বাভাবিক হয়ে আসার কোন লক্ষণ দেয়া যাচ্ছে না।

ছাত্র সমাজের ভাগ্য

অন্যদিকে একটি বিশ্বস্ততর মতে, খুব
শীঘ্রই জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে জাতী
ছাত্র সমাজকে দলীয় সংগঠন নয় ব
একটি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়া হ
সূত্র মতে, এমনি কোন ঘো
পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্য হয়ে ত
রাজনৈতিক দলসমূহকেও তাদের
ছাত্র সংগঠনগুলোর ব্যাপারে ন
চিন্তা করতে হতে পারে। কেনন
রাজনীতিতে বর্তমান জাতীয়
নতুন কোন জাতীয় নির্বাচনে
আসে তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা
শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান অবস্থা সে
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে ঐ
মহলটি মনে করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লংঘনের প্রতিবাদ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন লংঘন, ছাত্র হত্যা, ক্যাম্পাসে পুলিশী হামলা ও অবস্থান, ছাত্রদের গ্রেফতার, হল কক্ষ তছনছ ও লুটপাটের প্রতিবাদ ও নিন্দা করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন

শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

প্রতিবাদ প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিবৃতি দিয়েছে।

বিবৃতিতে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাস থেকে অবিলম্বে পুলিশ প্রত্যাহার, গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সকল পেশাজীবী সংগঠন, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।